ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
23 NOV 1995

দৈনিক বাংলা

গণশিক্ষা কার্যক্রমে যুবসমাজ

(২-এর পৃঃ পর)

সমাজকে সম্পৃক্ত করেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সাক্ষরতার মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আজ সমগ্র বাংলাদেশে ১১ কোটি লোকের মধ্যে ৭৪.২% নিরক্ষর। রোধ করতে হবে পাহাড় সমান অজ্ঞতার অন্ধকার, আলোর সন্ধান দিতে হবে নিরক্ষর জাতিকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার এ মহাযজ্ঞে তরুণদের দায়িত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র অশিক্ষিত কিশোর তরুণ সমাজকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষিত ও শিক্ষারত যুবগোষ্ঠী অবসর সময়ে প্রতিবেশী নিরক্ষর সমবয়সী/শিশুকিশোর তরুণদের রোজ কমপক্ষে এক ঘন্টা করে পড়ানো, অক্ষরজ্ঞান দেওয়া, গণশিক্ষার দিকে জনগণকে আগ্রহী করে তোলা, উদ্বুদ্ধ করা, জাগরণ সৃষ্টি করা; বিকালে মাঠের কোনে, উঠানে, আঙ্গিনায়, গল্প গুজবের ছলে বর্তমান হাল-চালের খোঁজ খবর করা, ধর্মীয় আলোচনা করা ইত্যাদি। ঘর সংসারের অভাব অভিযোগ বা কর্মক্ষেত্রের নানা সুবিধা-অসুবিধার দিক আলোচনাসহ লিখাপড়া শিখানো। যুবক্লাব/সংগঠনের কর্মীরা তাদের অশিক্ষিত বন্ধু/কর্মীদের লেখাপড়া বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে ঘন্টাখানেক অনুশীলন দিতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে, বস্তি এলাকায় সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা, শাক-সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগী গবাদিপশু প্রতিপালন যত্ন, সংসারের আয়-ব্যয়, জমা-খরচ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ধারণা দেয়াসহ লেখাপড়া শিখানো এভাবে যুব সমাজ স্বেচ্ছা সেবার ভিত্তিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে সাক্ষরতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। গ্রামীন সংগঠনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুব শক্তির সঙ্গে সরকারী সহযোগিতাই হবে উন্নয়নের উত্তম পন্থা। নিরক্ষর দরিদ্র হতচেতন মানুষের মধ্যে অক্ষর জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক নিরাপত্তা বিধান। কারণ অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।